প্রথম আলো

তারিখ ..29 JUN 2015...
পৃষ্ঠা ...৪... কলাম ...৫...

বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনা

কম বরাদ্দে হতাশ শিক্ষামন্ত্রী

বিশেষ প্রতিনিধি ●

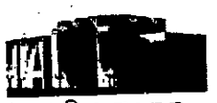

জাতীয় সংসদ

২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষা খাতে কম বরাদ্দ হওয়ায় জাতীয় সংসদে হতাশা প্রকাশ করেছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। এ ছাড়া স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম।

সংসদে গতকাল রোববার প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনায় শিক্ষামন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী এ কথা তুলে ধরেন। সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।

শিক্ষামন্ত্রী বাজেট আলোচনায় বলেন, 'ঘানা ও কেনিয়ার মতো দেশেও শিক্ষা খাতের বরাদ্দ বাজেটের শতকরা ৩১ ভাগ। আর আমাদের বাজেটে বরাদ্দ মাত্র শতকরা ৪ দশমিক ৩ ভাগ।' হতাশা প্রকাশ করে সাংসদদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'আপনারা বলেন, এই টাকায় হয়? কম না?'

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'অনেক মন্ত্রণালয়ে যেখানে ১৬ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, সেখানে শিক্ষায় দেওয়া হয়েছে মাত্র ৪ হাজার কোটি টাকা। এই টাকা দিয়ে আমরা কীভাবে বেতন দেব, কী করে অবকাঠামো উন্নয়ন করব? অর্থমন্ত্রীকে বলব এই বিষয়টি বিবেচনা করতে।'

অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তব্যে মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য করা হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'অর্থমন্ত্রী খুবই ব্যস্ত মানুষ। বাজেট প্রণয়ন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু বাজেট বক্তৃতার ১৩ পৃষ্ঠায় আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ে যেটা বলা হয়েছে, তা আমাদের বিরোধী পক্ষরাও বলেন না।'

বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন, 'মাধ্যমিক শিক্ষায় আমরা অনেক দিন ধরে বেশ পিছিয়ে আছি। প্রথমেই বলতে হবে যে, প্রাথমিক শিক্ষার পরেই অনেক শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে। দ্বিতীয়ত, মাধ্যমিক শিক্ষায় মানসম্মত শিক্ষকের অভাব খুবই প্রকট। তৃতীয়ত, এই স্তরে শিক্ষার মান বেশ নিম্ন পর্যায়ে আছে।'

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি প্রসঙ্গে সাংসদদের দাবির সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'এমপিওভুক্তি না হওয়ায় শিক্ষকেরা মানবেতর জীবনযাপন করছেন। বিষয়টির বাস্তবায়ন-প্রক্রিয়া নিয়ে আমরা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। তার জন্য নীতিমালা তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে।'

স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ আরও বাড়ানোর দাবি জানিয়ে বলেন, স্বাস্থ্য খাতের জন্য ১২ হাজার ৬৯৫ কোটি টাকা প্রস্তাব করা হয়েছে, যা মোট বাজেটের ৪ দশমিক ৪ শতাংশ। তিনি বলেন, 'সাংসদগণ অ্যাম্বুলেন্স চান। টাকার অভাবে দিতে পারছি না।'

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ১৬ কোটি মানুষের জন্য নার্স ও ডাক্তার কম রয়েছে। আরও ১০ হাজার নার্স নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতেও বিএসএমএমইউর মতো বিশ্ববিদ্যালয় করা হবে।

তৈরি পোশাক রপ্তানিতে উৎসে কর ১ শতাংশ থেকে কমিয়ে 'সহনীয় হারে' নির্ধারণের অনুরোধ জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ। এ ব্যাপারে তিনি অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ ছাড়া মুরগির খামার স্থাপনে কর অবকাশ সুবিধা দেওয়ারও অনুরোধ জানান তিনি।

দেশীয় শিল্পের বিকাশে পণ্য আমদানিতে শুল্ক বাড়ানোর পরামর্শ দিয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, 'মড়ের ওপর ডিউটি কমিয়ে, কাগজের ওপর ডিউটি বাড়িয়েছিলাম। সে জন্য এখন আমাদের কাগজশিল্প স্বয়ংসম্পূর্ণ।'

দেশে প্রতি ঘণ্টায় তামাকজনিত কারণে ২৮ জনের মৃত্যু হয় জানিয়ে সব তামাক পণ্যে কর বাড়ানোর দাবি জানান সাংসদ সাবের হোসেন চৌধুরী। তিনি বলেন, প্রতি বছর তামাকের কারণে বাংলাদেশে ২ লাখ ৫০ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। তিনি বলেন, 'তামাকের কারণে বনভূমি উজাড় হচ্ছে। কৃষি জমি কমে যাচ্ছে। জমি উর্বরতা হারাচ্ছে। এই সব হিসাব অর্থমন্ত্রী নিশ্চয়ই করেন।'

মিয়ানমারসহ বেশ কয়েকটি দেশের নাম উল্লেখ করে সাবের হোসেন চৌধুরী বলেন, 'বাংলাদেশে তামাকের দাম সবচেয়ে কম। এসব দেশের চেয়েও কম। কেন তামাকের দাম বাড়ানো হয় না, সেটা বড় প্রশ্ন।' বিগত প্রায় দেড় দশকে তামাকের দাম ও এর ওপর করের হার সম্পর্কে তিনি বলেন, 'এই সময়ে ২২০ থেকে ৮৩৩ শতাংশ দাম বেড়েছে। আর কর বেড়েছে মাত্র ৩৩ শতাংশ।'

পাটশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার আহ্বান জানিয়ে সাবের হোসেন চৌধুরী বলেন, ৫০-এর দশকে স্থাপিত পাটকল দিয়ে বর্তমান বাজারে টিকে থাকা সম্ভব নয়।

সরকারি দলের আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম বলেন, বর্তমানে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে ১১ দশমিক ৬ শতাংশ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এটা যথেষ্ট নয়।